প্রথম আলো

তারিখ ... 22 JAN ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

ছাত্রলীগ নেতার আতঙ্কে কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পেয়ে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজের বিভিন্ন প্রকল্পের ১০ কোটি টাকার উন্নয়নকাজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিলেট অঞ্চলের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীরা।

কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে গত রোববার বিকেলে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির হাতে কলেজের উন্নয়নকাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই অধিদপ্তরের (ইইডি) একজন প্রকৌশলী লাঞ্ছিত হন। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার বৈঠক করে প্রকৌশলীরা কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন।

> সিলেট এমসি কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে রোববার বিকেলে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির হাতে কলেজের উন্নয়নকাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী লাঞ্ছিত হন

বৈঠকের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে গতকালই অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও প্রধান প্রকৌশলী বরাবর পাঠানো হয়েছে। অধিদপ্তরের ঠিকাদার সমিতির নেতারাও প্রকৌশলীদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। এ অবস্থায় কলেজের চলমান উন্নয়নকাজের বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

প্রত্যক্ষদর্শী ও কলেজ সূত্র জানায়, কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সংস্কারকাজের ঠিকাদারি করছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পংকজ পুরকায়স্থ। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'কোটেশন' নিয়ে চার লাখ টাকা ব্যয়ে এ কাজ শুরু করেই তিনি পুরো বিল দেওয়ার দাবি করেন। রোববার বিকেলে অধ্যক্ষের কক্ষে এ নিয়ে আলোচনার সময় প্রকৌশলী মো. নজরুল হাকিম পুরো কাজ সম্পন্ন না করে বিল দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে পংকজ খেপে যান। শুরু করেন গালাগালি। এতেই ক্ষান্ত হননি। প্রকৌশলীর কলার চেপে ধরে তিনি তাঁকে টেনে কক্ষের বাইরে নিয়ে যান। এ সময় উপস্থিত শিক্ষকেরা ছাত্রলীগের নেতাকে নিবৃত্ত করেন।

লাঞ্ছিত প্রকৌশলী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওই নেতা কলার চেপে ধরে আমাকে টেনে কক্ষ থেকে বের করে বারান্দায় নিয়ে যান। পরে অধ্যক্ষসহ অন্য শিক্ষকেরা আমাকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। এ রকম পরিস্থিতিতে আমি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করি।'

অধ্যক্ষ ধীরেশ চন্দ্র সরকার কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। পদার্থ বিভাগের শিক্ষক তৌফিক ইমামজদানী 'শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের ঘটনা খুবই লজ্জাজনক' বলে মন্তব্য করে আর কিছু বলতে রাজি হননি।

মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে পংকজ দাবি করেন, তাঁর সঙ্গে এ রকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি। তাহলে ঘটনা কারা ঘটাল—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি শুধু এটুকু জানি, ওই প্রকৌশলী দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একজন তালিকাভুক্ত দুর্নীতিবাজ। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। তাঁর দুর্নীতিতে ঠিকাদারেরা ক্ষুব্ধ। তিনি দুর্নীতির অভিযোগ ঢাকতেই আমাকে এভাবে জড়ানোর চেষ্টা করেন।' তবে ছাত্রলীগের একাধিক নেতা ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজ ছাত্রলীগের একজন নেতা জানান, পুরো ঘটনা মুঠোফোনের ক্যামেরায় ধারণ করা রয়েছে।

ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর অধিদপ্তরের প্রকৌশলী, কর্মকর্তাসহ ঠিকাদার মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অধিদপ্তরে জরুরি বৈঠক করেন প্রকৌশলীরা। পাশাপাশি ঠিকাদার সমিতিও জরুরি সভায় মিলিত হয়। নিরাপত্তা না পেলে কলেজে সব উন্নয়নকাজ করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় উভয় পক্ষ।

বৈঠক সূত্র জানায়, কলেজে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পে কমপক্ষে ১০ কোটি টাকার কাজ চলছে। গত ৮ জুলাই ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে পোড়ানো শত বছরের ঐতিহ্যবাহী ছাত্রাবাসের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরুর আগেই ছাত্রলীগের নেতার কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট মহলে উদ্বেগ ও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই উদ্বেগ ও শঙ্কার ফলই হলো কলেজের সব উন্নয়নকাজ বন্ধ করে দেওয়ার এ সিদ্ধান্ত।